আমাদের কথা

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ, দেশের আগামী দিনের নাগরিক। শিশুকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজন জীবন ও জীবিকামুখী শিক্ষা যা আমাদের দেশের সম্পদ, জ্ঞান, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে।

জীবন ও জীবিকামুখী শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তুলতে ও প্রবর্তনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ইতিবাচক ভূমিকা পালনে উদ্যোগী করে তুলতে প্রয়োজন গণউদ্যোগ। এরকম উপলব্ধির বশবর্তী হয়েই শিশু অধিকার, বিশেষত সমগুণমানের শিক্ষার অধিকার, সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে ক্রাই (চাইল্ড রিলিফ বর্তমানে চাইল্ড রাইটস্ অ্যান্ড ইউ)-এর সাহায্যপ্রাপ্ত কিছু বেসরকারি সংস্থা ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হয় ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক বা ওয়েবেন। ওয়েবেন সাধারণ মানুষকে নিয়ে শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য গঠিত একটি গণমঞ্চের নাম। সমাজের সকল স্তরের শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণের কথা বলে। কিছু উন্নয়নকামী সংগঠন ও ব্যক্তির একটি জোট বা যৌথ প্রচেষ্টার ফসল ওয়েবেন।

এই জোট তৈরির মূল ধারণা ছিল -

- পরস্পরের ভাবনা ও কাজের অভিজ্ঞতার বিনিময়
- শিশুশিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ও ধারণাগুলিতে আরও স্বচ্ছতা আনা
- সম গুণমানের আদর্শ শিশুশিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে রাজ্য ও দেশব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত করা

ওয়েবেনের কম্যুনিটি

পশ্চিমবঙ্গের ৬টি জেলায় এই জোট জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব শিশুর জন্য সমগুণমানের শিক্ষার লক্ষ্যে কাজশুরু করে। বর্তমানে এই নেটওয়ার্ক পশ্চিমবঙ্গের ১১টি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে এই লক্ষ্য পূরণের জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণকে সংগঠিত করার জন্য বিভিন্ন জনমত গঠনের কাজ করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও ওয়েবেন পরিবারের বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। যাদের ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টায় ওয়েবেন এগিয়ে চলেছে তাদের মধ্যে আছেন বেশ কিছু বেসরকারি সংগঠন, গণ সংগঠন, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, শিক্ষাণুরাগী ব্যক্তিগণ এবং গণমাধ্যম।

ওয়েবেন-এর স্বপ্ন

শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ওয়েবেন-এর লক্ষ্য

সকল শিশুর সমগুণমানের শিক্ষা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিতকরণ সহ সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্দেশ্য

১. সমান ও গুণমানের শিক্ষা (যা জীবন ও জীবিকামুখী) প্রচলন করতে জনমত/জনচেতনা গড়ে তোলা।
২. সমমনভাবাপন্ন ব্যক্তি, সংগঠন, নেটওয়ার্ক, মঞ্চ ইত্যাদির সঙ্গে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমণ্বয় করা।
৩. বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে প্রতিটি শিশু জীবন ধারণের জন্য যে শোষণ, বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সমাজের সকল স্তরের জনসাধারণ, মঞ্চ-এর সঙ্গে সমণ্বয় স্থাপন করে জনমত গড়ে তোলা।
৪. সরকারী নীতির ক্ষেত্রে সদর্থক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করা।

ওয়েবেনের কর্মকৌশল

- গ্রাম পঞ্চায়েতস্তর থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত গণসংগঠন তৈরি করে উল্লিখিত ইস্যুগুলির উপর জনমত তৈরি করা।
- বিভিন্ন স্তরে মিডিয়াকে যুক্ত করা এবং শিশু শিক্ষার সমস্যাগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরা।
- সমমনভাবাপন্ন সকলস্তরের গণসংগঠন ও গণমঞ্চকে যুক্ত করে সমগুণমানের শিক্ষার দাবির আন্দোলনে সামিল করা।
- জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েত, এম.এল.এ ও বিভিন্ন সরকারী স্বীকৃত কমিটির সাথে শিশু শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ক নীতিগুলি নিয়ে ওকালতি করা ও ত্রুটি সংশোধনের জন্য বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা।

ওয়েবেন-এর দাবী

১. গড় জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশ অর্থ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ থাকবে
২. প্রতিটি শিশুর (০-১৮ বছর) সমগুণমানের গুণগত শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার দায়বদ্ধ থাকবে

৩. শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতির প্রেক্ষাপটে শিক্ষা অধিকার আইনকে সংশোধিত করে, তা বাস্তবায়িত করতে হবে
৪. ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল শিশুর জন্য সমমানের শিক্ষা (সি.এস.এস) চালু করতে হবে
৫. শিক্ষার ক্ষেত্রে বাণিজ্যকরণ ও বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে
৬. শিশুশ্রম, শিশু পাচার ও শিশু বিবাহ বন্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং যারা এই অবস্থায় রয়েছে তাদের উদ্ধার করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে
৭. প্রতিটি শিশুর সুরক্ষা সুনিশ্চিতকরণের জন্য শিশুবান্ধব আইন ও নীতি প্রণয়ন করে বাস্তবায়িত করতে হবে
৮. প্রাকৃতিক বিপর্যয় কবলিত শিশু, স্থানান্তরিত শিশুদের শিক্ষা, সুরক্ষা ও পুনর্বাসন সুনিশ্চিত করতে হবে
৯. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, পরিত্যক্ত ও অভিভাবকহীন শিশু, এইডস-এ আক্রান্ত শিশু, পথশিশু, রেলের প্ল্যাটফর্মে থাকা শিশু, অসুরক্ষিতভাবে স্থানান্তরিত শিশু, অসামাজিক কাজে ব্যবহৃত শিশু, গৃহকাজেনিযুক্ত শিশু, অদৃশ্যভাবে থাকা শিশুশ্রমিক এবংযৌনকর্মীর সন্তানদের শিক্ষা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে
১০.প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং জীবনকুশলতা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে
১১.বিদ্যালয়, বাসস্থান ও অন্যান্য স্থানে শিশুর ওপর মানসিক ও শারিরীক নির্যাতন রোধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবংবিকল্প নীতি তৈরি ও প্রচলন করতে হবে
১২. সামাজিক ভাবে বঞ্চিত শিশুদের জন্য পুনর্বাসন ও তাদের শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে

ওয়েবেনের কর্মসূচি

ভারতে ০-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের গুণগত মানের শিক্ষা ও তাদের সার্বিক বিকাশ সুনিশ্চিত করতে সরকার যাতে দায়বদ্ধ থাকে এবংপ্রত্যেক নাগরিক যাতে দায়িত্বশীল হয় সেই লক্ষ্যে গ্রামস্তর থেকে জাতীয়স্তর পর্য্যন্ত জনমত ও জনচেতনা তৈরি করে সরকার এর উপর চাপ সৃষ্টি করতে নিম্নে বর্ণিত কর্মসূচি গ্রহন করেছে

প্রচার কাজ

আমরা কি আমাদের বিষয়ে সচেতন? এই প্রশ্নের উত্তরে ওয়েবেন সাধারণ মানুষকে সচেতনতার কথা বলে, প্রচারের কাজকরে। ওয়েবেনের প্রচারের পদ্ধতির মধ্যে আছে স্বাক্ষর সংগ্রহ, পোষ্ট কার্ড, মাইক মারফত প্রচার, পোস্টারিং, প্রচারপত্র বিলি, দেওয়াল লিখন, সিনেমা স্লাইড, বিজ্ঞাপন, হোর্ডিংও বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রচার।

কর্মশালা

শিক্ষা, শিশু অধিকার সহ প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে সদস্য ও কর্মীদের জন্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সমস্যা চিহ্নিতকরন ও তা সমাধানের উপায় খুঁজেবার করা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি

নীতি নির্ধারন, কর্মসূচি চূড়ান্ত করন ও নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ-এর জন্য নিয়মিত ব্লক স্তরে ব্লক কমিটির সভা, জেলা স্তরে সম্পাদকমন্ডলী ও সাধারণ পরিষদের সভা এবং রাজ্য স্তরে সম্পাদকমন্ডলী ও সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নেটওয়ার্কিং

সম মনোভাবাপন্ন সংগঠন ও নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ, মতামত বিনিময় ও তাঁদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে বৃহত্তর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে সম দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলা। প্রয়োজনে যৌথ উদ্যোগের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

সরকার ও রাজনৈতিক দলের সাথে ওকালতি

শিশুর সমগুণমানের শিক্ষা অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে সরকারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের আলোচনা ও নীতিগ্রহণে অংশগ্রহনের চেষ্টা। রাজনৈতিক দলগুলির সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের কর্মসূচি ও ইস্তাহারে শিশু শিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদানের জন্য ওকালতি করা। বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনের সময় জনগণের ইস্তাহার প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের সাধারণ দাবি, শিশু শিক্ষা ও শিশু অধিকারের বিষয়গুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

জমায়েত ও সম্মেলন

শিশু শিক্ষা ও শিশু অধিকার সুরক্ষা বিষয়ে জেলা, রাজ্য, আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরে পরস্পরের মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ওয়েবেন-এর পক্ষ থেকে নানা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অধিকার/আইন লঙ্ঘনে ওকালতি

পঞ্চায়েত, ব্লক, জেলা, রাজ্য স্তরে প্রশাসন ও সরকারি নানা দপ্তরের কাছে প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে শিশু অধিকার/আইন লঙ্ঘিত হলে শিশু শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত নানা দাবি নিয়ে ওকালতির মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা প্রশাসনের নজরে আনার চেষ্টা করা হয়। প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

ইস্তাহার

পঞ্চায়েত, বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে শিশু অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরবার উদ্দেশ্য নিয়ে ওয়েবেন-এর উদ্যোগে শিশুদের ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। এই ইস্তাহার রাজনৈতিক দলগুলির কাছে পৌঁছে দেওয়া ও বিভিন্ন দলের নেতৃত্বের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের দাবিগুলিকে তাঁদের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানানো হয়। এই ইস্তাহার তৈরির ক্ষেত্রে শিশুদের মতামতকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

র‍্যালি ও পথসভা

শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত নানা বিষয়ে প্রচার ও জনমত তৈরির উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ট্যাবলোসহ র‍্যালি, সাইকেল র‍্যালি, প্ল্যাকার্ড ও মাইকসহ প্রচার ও পথসভার আয়োজন করা হয়।

আমাদের প্রকাশনা

- দুইমাস অন্তর প্রকাশিত ওয়েবেনের মুখপত্র - সমপথ
- ইয়ার প্ল্যানার (এপ্রিল থেকে মার্চ)
- সমপথ - নির্বাচিত সংকলন
- বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনের সময় জনগণের ইস্তাহার
- ইস্যুভিত্তিক বিভিন্ন পোস্টার, হ্যান্ডবিল, ডোর স্টিকার, ফ্লেক্স, লিফলেট প্রভৃতি
- শিশুর বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন ও রাজ্য নিয়মাবলী প্রসঙ্গে বুকলেট
- শিক্ষা অধিকার আইন-এর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিয়ে ফোল্ডার
- সমীক্ষা প্রতিবেদন ও অন্যান্য

ওয়েবেনের সাফল্য

জাতীয় স্তরে ওয়েবেনের ভূমিকা - ২০০৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লীর রামলীলা ময়দানে নাফরের নেতৃত্বে যে সংসদ ঘেরাও অভিযান করা হয় তাতে ওয়েবেনের ৩৫০ জন সদস্য স্বতস্ফূর্ত যোগদান করেন ও অভিযান চলাকালীন কারাবরণ করেন।

সংবিধানের ৯৩ তম সংশোধন সম্পর্কে সর্বস্তরে জনমত গ্রহণ করতে এবং লোকসভার স্পিকার সহ দশজন সাংসদকে ঐ সংশোধনের গুণগত পরিবর্তন করার লক্ষ্যে সক্রিয় হতে সাধারণ মানুষ যাতে আবেদন করেন, সেই মর্মে জনচেতনা গড়ে তুলতে ওয়েবেন একটি বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করে।

২০০০ সালে সাত শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিধানসভার অধ্যক্ষ, সাংসদ, বিধায়ক, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিক, শিক্ষক, অভিভাবক, লেখক, সাহিত্যিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার অধিকার বিষয়ে রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

২০০২ সালে কোলকাতা শহিদ মিনার ময়দানে বিভিন্ন জেলার প্রায় চার হাজার মানুষের জমায়েতের মাধ্যমে জাতিগত এবং সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ শ্রেণির শিশুদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে।

২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শিশু অধিকারকে নির্বাচনের শীর্ষে রাখার দাবিতে শিশু অধিকারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কোলকাতা ও বিভিন্ন জেলার শিশুদের নিয়ে একটি ট্যাবলো আয়োজন করা হয় এবংএই উপলক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার করা হয়।

২০০৫ সালে জনমুখী শিক্ষাবিল ও কমনস্কুল সিস্টেমের দাবীতে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি জেলার প্রায় ৫০০ গ্রামে জাতীয় গণশিক্ষা অভিযান চালানো হয় র‍্যালির মাধ্যমে।

২০০৬ সালের ১৪ই আগষ্ট মডেল শিক্ষাবিল ২০০৬-এর প্রতিবাদে জেলা নেটওয়ার্কের প্রতিনিধি, অন্যান্য নেট ওয়ার্কের প্রতিনিধিদের নিয়ে শিক্ষাবিলকে সংশোধিত আকারে কেংদ্রীয় আইন হিসেবে পাস করানোর দাবিতে একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয় কলকাতার মেয়ো রোড থেকে রাণি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত ও একটি জমায়েতের আয়োজন করা হয়।

২০০৭ সালে জাতীয়স্তরের বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন ও পূর্বাঞ্চলীয় নাফরের রাজ্য মঞ্চগুলিকে নিয়ে বিনা ব্যয় ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার ও শিক্ষাবিল নিয়ে কলকাতায় দুই দিনব্যাপী একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

২০০৮ সালে জেলাস্তরে নেটওয়ার্ক সদস্য ও বিভিন্ন স্তরের মানুষদের নিয়ে আয়োজিত জন অধিকার যাত্রায় ২৪টি জনসভা, ১৪০টি পথসভা, পদযাত্রা,সাইকেল ও মোট সাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে ১৮২টি ব্লক ও ৭৩৭টি পঞ্চায়েতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, গণবন্টন, জীবিকা, শিশু সুরক্ষা বিষয়ে প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিক্রমা করা হয়। এছাড়াও পোস্টারিং, ফ্লেক্স লাগানো, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল এবং সমপথ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও জেলাস্তরে ১৪টি প্রেস মীট-এর আয়োজন করা হয়। রাজ্যস্তরে এই যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে ১০,০০০ মানুষের জমায়েত হয়।

শিশুদের অংশগ্রহণ - ওয়েবেন বেশ কয়েকটি জেলায় ব্লক ও জেলাস্তরে শিশু ও কিশোর-কিশোরী বাহিনী গঠন করেছে ও তারা নিজেরাই প্রশাসনিক স্তরে তাদের অধিকারের দাবিতে বিভিন্ন সময়ে দাবিপত্র পেশ করে ও শিশু ইস্তাহারে তাদের দাবিগুলি তুলে ধরে। রাজ্যস্তরে বিভিন্ন জেলার শিশুদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয় যেখানে তারা স্বতস্ফূর্তভাবে নিজেদের ভাবনা আদান প্রদানের সুযোগ পায়।

২০১২ সালে নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলার ৬০টি ব্লকের ৮৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ও ৪টি পৌরসভার অধীনে ১২৯টি গ্রামে ১২১০জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এই তালিকা ওয়েবেনের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত, ব্লক, জেলা ও রাজ্য স্তরে পেশ করা হয়েছে।

২০১৩ সালে ও ১০টি জেলার ৫৭ ব্লকের ১০৪টি গ্রাম পঞ্চায়ত ২০৬টি গ্রামে ৮৯২ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়। এর সাথে ১১টি জেলার ২৩৪টি বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো বিষয়ক নমুনা সমীক্ষা করা হয়।

ওয়েবেনের ওকালতির পরোক্ষ ফলাফল হিসেবে জেলা প্রশাসনের ও রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রায় ৪৫% বিদ্যালয় ছুট শিশু পুনরায় বিদ্যালয়ের নাম নথিভুক্তকরণ করেছে।

২০১৩ সালে ৯টি জেলায় ১১৩টি বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে মিড-ডে মিলের প্রভাব বিষয়ক একটি নমুনা সমীক্ষা করা হয়।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরাম - পশ্চিমবঙ্গে অ্যালায়েন্স-দের উদ্যোগে গঠিত একটি মঞ্চ গঠনে ওয়েবেন অন্যতম মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জাতীয় স্তরের ফোরামের সঙ্গেও শিশু অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হতে সক্ষম হয়েছে।

জেলাও ব্লক মঞ্চের সংখ্যা

বর্তমানে ওয়েবেন ১১টি জেলার শতাধিক ব্লকে কাজকরে চলেছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, জনমঞ্চ, ছোট ছোট গোষ্ঠী, ইউনিয়ন, ব্যক্তিগত সদস্যদের নিয়ে।

কারা ওয়েবেনে যুক্ত হতে পারবেন

সমগুণমানের শিক্ষা তথা সকলের জন্য শিক্ষা ও সর্বস্তরের শিশুদের অধিকার রক্ষার দাবীতে যাঁরা সমমত পোষণ করেন ও সাধ্যমত সমাজকে শিশুর বাসযোগ্য করে তোলার স্বপ্ন লালন করেন তাঁদের প্রত্যেকেই এই মঞ্চে যোগদান করতে পারেন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক

যোগাযোগ (ওয়েবেনের রাজ্য অফিসের ঠিকানা)
ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক
৬০এ/২, ব্যানার্জীপাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৩১
ফোন - ২৪০৫ ৫৩৩৪,
ই-মেল - wbenwb@gmail.com ওয়েবসাইট - www.wben.info